করোনায় ক্রীড়াঙ্গনেও স্থবিরতা

প্রাণঘাতী করোনা ভাইরাসের থাবায় খেলার মাঠেও নেমে এসেছে স্থবিরতা। এই স্থবিরতা যেন কোনভাবেই কাটছে না। মেহেরপুরের কয়েকটি খেলার মাঠে খেলোয়াড়দের পদচারণা। কয়েকটি খেলার মাঠের মধ্যে মেহেরপুর সরকারি হাই স্কুল খেলার মাঠ অন্যতম।

অন্যান্য মাঠগুলো শুকনো পড়ে থাকলেও এই মাঠটিতে করোনার আতঙ্কের মাঝেও চলছে নিয়মিত খেলার অনুশীলন।

সরে জমিনে মাঠে গিয়ে দেখা যায়, অনুশীলনে ব্যস্ত বিভিন্ন বয়সী ক্রিকেটার ফুটবলাররা। সেই সাথে আরও দেখা যায় কেউ কেউ ব্যস্ত ঘুড়ি উড়াতে।

এসময় ২০০৯ সালের হাই স্কুল পর্যায়ের বাংলাদেশ চ্যাম্পিয়ন কিরণ বলেন, বর্তমানে মেহেরপুর সরকারি হাই স্কুল খেলার মাঠের পরিবেশ প্রাণবন্ত, সকলে খেলায় ব্যস্ত।

তিনি বলেন, সকল খেলোয়াররা মাঠে আসুক, খেলার মধ্যেই সময় টা পার করুক। খেলার মাঝে থাকলে শরীর ও মন দুটাই ভালো থাকে। খেলার মাধ্যমে মানুষের মানসিক বিকাশ ঘটে।

স্বাস্থ্যবিধি ও সামাজিক দূরত্বে বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, নিজের সুরক্ষা নিজের কাছে, তাই সকলের উচিত স্বাস্থ্য বিধি মেনেই খেলার মাঠে আসার। খেলার মাধ্যেই মাঝে মাঝে হ্যান্ড স্যানিটাইজার ব্যবহার করা। সেই সাথে খেলা শেষে নিজেকে জীবানু নাশক দিয়ে জীবানু মুক্ত করেই বাসায় ফিরা।

জেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক ও ক্রিকেটার মাসুদ রানা বলেন, করোনা কালীন শারীরিক ফিটনেস ঠিক রাখতে, মনোবল বৃদ্ধি সহ অলস সময় পার করতেই সবাই খেলার মাঠে আসছেন। খেলার মাঠে আসাতে অনুশীলনীর সাথে সাথে সময় কাটানোও হয়ে যাচ্ছে। মাঠে আসলে খেলার মাঝে থাকলে সময় টাও খুব তাড়াতাড়ি পার হয়ে যায়। বাসায় বসে অলস সময় পার করার থেকে মাঠে এসে খেলার মাঝে সময় টা পার করতে সবাই নিয়মিত মাঠে আসছে।

তিনি আরও বলেন, মেহেরপুর সরকারি হাই স্কুল খেলার মাঠে আগের চেয়ে এখন বেশি খেলোয়ার দেখা যাচ্ছে, মাঝে এই মাঠে খেলাধুলা বন্ধের

পথে চলে এসেছিল কিন্তু বর্তমানে সবাই খেলার মাঝে সময় পার করছে। এখানে নিয়মিত ৮-৯ টা টিম অনুশীলন করছে বলে তিনি জানান।

ফুটবল খেলোয়ার তানভির বলেন, করোনা কালীন বাসায় অবসর সময় পার হচ্ছে না তাই মাঠে এসেছি অনুশীলন করতে। অলস সময় পার করতেই মূলত মাঠে আসা।

অপর দিকে, মেহেরপুর সরকারি কলেজ মাঠের চিত্র ভিন্ন, নেই কোন খেলোয়ার, মাঠে চরছে গরু, মাঠের ঘাস গুলোও অনেক বড় হয়ে গিয়েছে। নেই কোন খেলাধুলা, অনুশীলন, পুরো মাঠ ফাঁকা। এ যেন এক প্রাণ হীন লেখার মাঠ, করোনার কারণে এমন বলে মনে করছেন স্থানীয় রাজ আহম্মেদ।

তিনি বলেন, আগে এখানে নিয়মিত অনুশীলন হতো করোনায় এখন সব বন্ধ। তবে বিকেলে কিছু খেলোয়ার মাঝে মধ্যে দেখা যায়।

মেহেরপুরের অন্যান্য খেলার মাঠ গুলোতে অল্প পরিসরে অনুশীলন হলেও মেহেরপুর জেলার এক মাত্র সরকারি খেলার মাঠ মেহেরপুর জেলা স্টেডিয়াম এ সকল খেলাধুলা সহ সমস্ত অনুশীলন বন্ধ রয়েছে।

সরেজমিনে গিয়ে দেখা যায় জেলা স্টেডিয়াম মাঠের মেইন ফটক সহ সকল প্রবেশদার বন্ধ রয়েছে।

অফিস সহকারী স্বপনের সাথে এ বিষয়ে জানতে চাইলে বলেন, করোনা কালীন সমস্ত খেলা ফেডারেশন থেকে বন্ধ আছে, সেই সাথে মাঠে অনুশীলন করাও কোন অনুমতি নেই। এ জন্যই প্রতিটা প্রবেশ দার বন্ধ রাখা হয়েছে।

মেপ্র/আরপি

করোনাভাইরাস: স্কোয়াডে

থাকলেও ইংল্যান্ড যেতে পারলেন না হারিস রউফ

বিগ ব্যাশে বল হাতে ঝড় তুলে জাতীয় দলের জন্য ডাক পেয়েছিলেন পাকিস্তানি পেসার হারিস রউফ। ঘরের মাঠে বাংলাদেশের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি ম্যাচ দিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেকও হয়ে গেছে। ইংল্যান্ড সফরকে সামনে রেখে প্রথমবারের মতো বিদেশ সফরে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল এই ফাস্ট বোলারের। তবে স্কোয়াডে ডাক পেয়েও দলের সঙ্গে ইংল্যান্ডে যোগ দেওয়া হবে না এই গতিময় ফাস্ট বোলারের।

এর নেপথ্যে আছে প্রাণঘাতী মহামারি করোনাভাইরাস। ইংল্যান্ডের মাটিতে তিন ম্যাচের টেস্ট এবং টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলার জন্য ২৯ সদস্যের পাকিস্তানি স্কোয়াড ঘোষণা করেছিল পিসিবি।

ক্রিকেটারদের সুরক্ষার কথা বিবেচনা করে ইংল্যান্ডে যাওয়ার আগে সবার করোনা টেস্ট করানো হয়। আর সেখানে হারিস রউফ ছাড়া সবাই উৎরে গেছেন। আর তাই স্কোয়াডে ডাক পেয়েও করোনা পজিটিভ হওয়ার কারণে ইংল্যান্ডে যাওয়া হবে না হারিসের।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

ইংল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজ ম্যাচে দর্শকদের ‘নকল শব্দ’

করোনা প্রাদুর্ভাবের পর ৮ জুলাই ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও ইংল্যান্ডের ম্যাচ দিয়ে ফিরছে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট। সাউদাম্পটনে দুই দল সাদা পোশাকে ব্যাট-বলের যুদ্ধে নামবে। মাঠে খেলা ফেরাতে আইসিসির বেশ কিছু শর্তের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, দর্শকশূণ্য স্টেডিয়ামে জীবাণুমুক্ত পরিবেশে খেলা হতে হবে। আইসিসির গাইডলাইন মেনে আয়োজকরা সেভাবেই এজেস বোল স্টেডিয়াম প্রস্তুত করেছে।

তবে মাঠের উন্মাদনা ঠিক রাখতে ভিন্ন পরিকল্পনা করেছে আয়োজকরা।

রুদ্ধদ্বার স্টেডিয়ামে খেলার সাথে থাকবে দর্শকদের ‘নকল শব্দ’। এছাড়া জনপ্রিয় গানগুলো তো বাজবেই। শুধুমাত্র গ্যালারিতে তাকালেই বোঝা যাবে মাঠে দর্শক নেই। এছাড়া বাকিটা সময় হবে হই-হুল্লোড়। সেভাবেই স্টেডিয়াম সাজাবে ইংল্যান্ড।

ম্যাচের বিভিন্ন পরিস্থিতি অনুযায়ী আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে মাঠে সেই সব শব্দ ম্যাচজুড়ে বাজানো হবে। টাইমস এক প্রতিবেদনে বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।
সফরে আরও দুটি টেস্ট খেলবে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। পরের দুটি ম্যাচ হবে ম্যানচেস্টারের ওল্ড ট্রাফোর্ডে। ১৬ ও ২৪ জুলাই ম্যাচগুলো শুরু হবে।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

বিশ্বকেপের ফাইনাল ম্যাচ ফিক্সিং! অবশেষে মুখ খুলল আইসিসি

২০১১ বিশ্বকাপের ফাইনাল ম্যাচ ফিক্সিং নিয়ে উত্তাল ক্রিকেট মহল। বিষয়টি নিয়ে বিতর্কের সূত্রপাত ঘটিয়েছেন শ্রীলঙ্কার প্রাক্তন ক্রীড়ামন্ত্রী মাহিন্দানন্দ অতুলগামাগ। সেবারের বিশ্বকাপ ফাইনাল ‘বিক্রি’ হয়ে গিয়েছিল বলে বিস্ফোরক অভিযোগ তুলেছিলেন তিনি।

২০১১ বিশ্বকাপের ফাইনাল ম্যাচের সময় শ্রীলঙ্কার ক্রীড়ামন্ত্রী ছিলেন মাহিন্দানন্দ। সম্প্রতি তিনি দাবি করেন, শ্রীলঙ্কা অনায়াসে ভারতের বিরুদ্ধে বিশ্বকাপ জিততে পারত। কিন্তু ইচ্ছাকৃতভাবেই ফাইনালে হার মানেন জয়াবর্ধনেরা।

শ্রীলঙ্কার পুলিশের বিশেষ তদন্তকারী দল এই ব্যাপারে তদন্ত শুরু করেছে। ওই ফাইনাল ম্যাচ নিয়ে তথ্য সংগ্রহের জন্য শ্রীলঙ্কার প্রথম সারির তারকাদের ডেকে পাঠানো হয়। মাহেলা জয়বর্ধনে, কুমার সাঙ্গাকারা, অরবিন্দ ডি সিলভার মতো শ্রীলঙ্কার তারকাদের ঘণ্টার

পর ঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদের মুখে পড়তে হয়। শেষ পর্যন্ত শ্রীলঙ্কা পুলিশ জানিয়ে দেয়, ওই ম্যাচ নিয়ে তদন্ত তারা বন্ধ করছে। কারণ ফিক্সিংয়ের কোনো প্রমাণ তারা পায়নি।
তবে এতদিন পর্যন্ত আইসিসি এই নিয়ে কোনো কথা বলেনি। ওই ম্যাচে শ্রীলঙ্কাকে ৬ উইকেটে হারিয়ে বিশ্বকাপ জিতেছিল ভারতীয় দল। শ্রীলঙ্কা পুলিশের তদন্তকারী দল তদন্ত বন্ধ করার ঘোষণা করার পরই এবার মুখ খুলল আইসিসি। ওই ম্যাচে দলে চারটি পরিবর্তন এনেছিল শ্রীলঙ্কা টিম ম্যানেজমেন্ট। তখনই প্রশ্ন উঠেছিল। ফাইনালের মতো গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে কেন হঠাৎ করে চার জন ক্রিকেটারকে বদলি করতে গেল টিম ম্যানেজমেন্ট! এতদিন পর আবার সেই প্রসঙ্গ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল। তবে আইসিসি জানিয়েছে, চারটি পরিবর্তন কেন করা হয়েছিল তা নিয়ে ব্যাখ্যা দিয়েছে শ্রীলংকার তৎকালীন টিম ম্যানেজমেন্ট। আর সেই ব্যাখ্যায় তারা সন্তুষ্ট।

আইসিসির দুর্নীতিবিরোধী ইউনিটের প্রধান অ্যালেক্স মার্শাল এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন, ওই বিশ্বকাপ ফাইনালের ম্যাচ ফিক্সিং হয়েছিল বলে কোনও প্রমাণ নেই। আর তাই অকারণ সন্দেহ করার কোনও মানে নেই। ভারতের কাছে শ্রীলঙ্কা দল বিশ্বকাপ বিক্রি করেছিল বলে যে অভিযোগ উঠেছিল তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

অ্যালেক্স মার্শাল বলেছেন, ”এই মুহূর্তে এমন কোনো তথ্য আমাদের সামনে তুলে ধরা হয়নি যা প্রমাণ করে যে ওই ম্যাচে ফিক্সিং হয়েছিল। আইসিসি দুর্নীতি দমন আইনের অধীনে তদন্ত শুরু করার কোনও কারণ নেই। ২০১১ বিশ্বকাপ ফাইনাল যোগ্য দল হিসেবে জিতেছিল ভারতীয় দল। এই ধরনের অভিযোগগুলো আমরা অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে দেখি।”

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

আমরা এক ভণ্ড জাতি, তাই এদেশে জ্ঞানী জন্মায় না: রুবেল

হোসেন

নতুন করোনাভাইরাস (কভিড-১৯) রোগের টিকা (ভ্যাকসিন) উদ্ভাবনের দাবি করেছে ওষুধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান গ্লোব ফার্মাসিউটিক্যালস গ্রুপ অব কোম্পানিজ লিমিটেড’র সহযোগী প্রতিষ্ঠান গ্লোব বায়োটেক লিমিটেড। বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো কোনো প্রতিষ্ঠান এই টিকা উদ্ভাবনের দাবি করল। গত বৃহস্পতিবার দুপুরে রাজধানীর তেজগাঁওয়ে প্রতিষ্ঠানটির প্রধান কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে গ্লোব বায়োটেক লিমিটেডের পক্ষ থেকে এসব তথ্য জানানো হয়।

সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, টিকা উদ্ভাবনে সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন প্রতিষ্ঠানের সিইও ড. কাকন নাগ এবং সিওও ড. নাজনীন সুলতানা। প্রতিষ্ঠানটি গত ৮ মার্চ এই টিকা তৈরির কাজ শুরু করে।

গ্লোব বায়োটেক লিমিটেডের রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্টের প্রধান ডা. আসিফ মাহমুদ ভ্যাকসিনটি সম্পর্কে বিস্তারিত তুলে ধরেন। কথা বলতে গিয়ে তিনি এক পর্যায়ে আবেগে কান্না ধরে রাখতে পারেননি। দ্রুত মাইক্রোফোন ত্যাগ করে চোখের জল আড়াল করার চেষ্টা করেন। তার এই কান্না দেখে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন দেশবাসী। এর মাঝেও কিছু পরশ্রীকাতর লোক এই ভ্যাকসিন আবিস্কার নিয়ে বিরূপ মন্তব্য শুরু করেন। তাদের এমন লজ্জাজনক আচরণে ভীষণ চটে গেছেন জাতীয় দলের তারকা পেসার রুবেল হোসেন। শুক্রবার নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেইজে রুবেল লিখেছেন, ‘আসিফ মাহমুদ ভাই যখন বলছিলেন যে আমরা করোনা ভাইরাসের ভ্যাকসিন আবিস্কার করেছি, কথাটি বলতে বলতেই উনার কান্না চলে আসছে! বাংলাদেশের একটি প্রতিষ্ঠান সাহস নিয়ে দাবি তো করতে পারল যে তারা আবিস্কার করছে, সফল হোক ব্যর্থ হোক সেটা পরের বিষয়।’

‘অথচ আমরা একটা অভিনন্দন পর্যন্ত জানালাম না। চীন বা আমেরিকা এই দাবি করলে এই আমরাই আবার অভিনন্দন অভিনন্দন জানিয়ে বাংলার আকাশ বাতাস মাতিয়ে দিতাম, আসলেই আমরা এক ভণ্ড জাতি। বিন্দু পরিমাণ কৃতজ্ঞতাবোধ আমাদের নেই। এই জন্যে এদেশে জ্ঞানী মানুষ জন্মায় না। কারণ জ্ঞানীদের কদর এদেশে নেই।

‘অনেকে হাসাহাসি করছে, ট্রলে মেতে উঠেছে যে বাংলাদেশ থেকে নাকি করোনার ভ্যাকসিন আবিস্কার করবে! চেষ্টা তো করছে তারা, দেখা যাক

না কী হয়! একটু অভিনন্দন তো তারাও পেতে পারেন! এরাই দেশের রিয়েল হিরো।’

সত্র- বিডি প্রতিদিন

ফের করোনা পজিটিভ মাশরাফির

প্রাণঘাতী করোনাভাইরাস পিছু ছাড়ছে না মাশরাফি বিন মুর্তজার। দ্বিতীয়বার নমুনা পরীক্ষায় করোনা পজিটিভ শনাক্ত হয়েছেন বাংলাদেশ দলের সাবেক অধিনায়ক।

এখনও করোনা থেকে মুক্তি পাননি জানিয়ে এ তথ্য গণমাধ্যমকে নিশ্চিত করেছেন মাশরাফি নিজেই।

গত ২০ জুন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হন মাশরাফি। ফেসবুকে নিজেই সে দুঃসংবাদ জানান তিনি। ভক্ত-সমর্থকদের আতংকিত না হয়ে তার জন্য দোয়া করতে বলেন।

আক্রান্তের পর থেকে মাশরাফি বাসায় আইসোলেশনে থেকেই চিকিৎসা নিচ্ছেন।

এরপর গত ২৮ জুন মিডিয়ায় খবর রটে, করোনামুক্ত হয়েছেন মাশরাফি। তবে ওইদিন নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে এ তথ্যের সত্যতা নেই বলে জানান মাশরাফি।

সেদিন তিনি জানিয়েছিলেন, আমি কোভিড-১৯ নেগেটিভ। এটি মোটেও সত্য নয়। এখনও পুনরায় টেস্ট করাইনি। ১৪ দিন হওয়ার পর পর টেস্ট করানো ইচ্ছে আছে। মহান আল্লাহর ইচ্ছায় ও আপনাদের দোয়ায় এমনিতে ভালো আছি।

অতঃপর ১৪ দিন পার হলে ফের করোনা টেস্ট করান মাশরাফি। সে নমুনায় এবারও পজিটিভ ফলই এলো।

এদিকে করোনায় আক্রান্ত মাশরাফির পর তাঁর ছোট ভাই মোরসালিন বিন মুর্তজাও।

দুজনের শারীরিক অবস্থা ভালো বলেই জানা গেছে। সুত্র-যুগান্তর

কাশ্মীরের হৃদয়বিদারক সেই ছবি নিয়ে আফ্রিদির টুইট

বুধবার বিশ্বজুড়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে ভারতনিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরের এক হৃদয়বিদারক ঘটনার কয়েকটি ছবি।

যেখানে দেখা গেছে, রাস্তায় পড়ে থাকার দাদার রক্তাক্ত লাশের বুকের ওপর বসে কাঁদছে ৩ বছরের নাতি। আরেকটি ছবিতে দেখা গেছে, মৃত দাদাকে রেখে ভারতীয় সৈন্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে অবুঝ শিশুটি।

ভাইরাল সেসব মর্মান্তিক ছবি নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম টুইটারে সরব হয়েছেন সদ্য করোনাজয়ী পাকিস্তান ক্রিকেটের সাবেক অধিনায়ক শহীদ আফ্রিদি।

ঘটনার দিনই টুইটারে তিনি লিখেছেন, ‘একটি শিশুকে দেখা যাচ্ছে তার দাদার গুলিবিদ্ধ লাশ ও অস্ত্রধারী সৈন্যের মাঝখানে। কি নির্মমতা! কাশ্মীরিদের দুর্দশার চিত্র আসলে কোনো ছবি দিয়ে বর্ণনা করা সম্ভব নয়।’

বিভিন্ন ভারতীয় সংবাদমাধ্যমের খবর, নিহত ৬৫ বছর বয়সী কাশ্মীরি নাগরিকের নাম বশির আহমেদ খান। তাকে হত্যা করা হয়নি দাবি করে কাশ্মীর পুলিশের মহাপরিদর্শক বিজয় কুমার সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, ওইদিন সোপোর এলাকায় বিদ্রোহীদের সঙ্গে নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদের বন্দুকযুদ্ধের মধ্যে পড়েন বশির আহমেদ। এতে তিনি নিহত হন। এই ঘটনায় এক নিরাপত্তা কর্মকর্তা নিহত ও তিন সদস্য আহত হন।

তবে কাশ্মীর পুলিশের মহাপরিদর্শকের এমন দাবিকে উড়িয়ে দিয়েছে মৃতের ছেলে সুহেইল আহমেদ।

তার যুক্তি ‘এটা যদি বন্দুকযুদ্ধই হয় তাহলে বাবার লাশ তার চালানো গাড়ির ভেতর থাকার কথা। কিন্তু সেটি রাস্তার ওপর এলো কী করে?’ সুত্র-যুগান্তর

[redacted]

[redacted]

বার্সা ছাড়তে প্রস্তুত মেসি, জানাল স্প্যানিশ রেডিও

স্প্যানিশ জায়ান্ট বার্সালোনা ছেড়ে দিতে প্রস্তুত আর্জেন্টাইন সুপারস্টার ফুটবল জাদুকর লিওনেল মেসি। আগামী বছর অর্থাৎ ২০২১ সালে চুক্তির মেয়াদ শেষ হলেই বার্সা ছেড়ে দেবেন তিনি।

সাবেক কোচ আর্নেস্তো ভালভার্দেকে বরখাস্তের পেছনে মেসির হাত ছিল, গণমাধ্যমে এমন সংবাদ প্রকাশের জের ধরেই মেসি বার্সেলোনা ছেড়ে দিচ্ছেন বলে জানিয়েছে স্প্যানিশ রেডিও কাদেনা সের।

প্রতিবেদনে বলা হয়, গত জানুয়ারিতে সাবেক কোচ আর্নেস্তো ভালভার্দেকে বরখাস্ত করে বার্সেলোনা কর্তৃপক্ষ। সম্প্রতি গণমাধ্যমে এ নিয়ে প্রকাশিত খবরে মেসির সংশ্লিষ্টতার কথা উঠে আসে। এরপরই বার্সা ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন তিনি।
এতে আরও বলা হয়, বার্সার সঙ্গে মেসির সর্বশেষ চুক্তি হয় ২০১৭ সালে। সম্প্রতি সেই চুক্তি নবায়ন করতে মেসি ও তার বাবার সঙ্গে আলোচনায় বসলে বেঁকে বসেন মেসি। আগামী ২০২১ সালে চুক্তির মেয়াদ শেষ হলে বার্সা ছেড়ে দেওয়ার আভাস দেন তিনি।

এদিকে, গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে বার্সা ছেড়ে সাবেক প্রিয় কোচ পেপ গার্দিওয়ালার সঙ্গে যোগ দিতে পারেন মেসি।

তবে পেপ গার্দিওয়ার মেয়াদও ম্যানসিটির সঙ্গে শেষ পর্যায়ে রয়েছে। তিনি নতুন করে ম্যানসিটির সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হবেন কি না সে বিষয়ে এখনও কিছু জানা যায়নি। সূত্র-যুগান্তর

চলে গেলেন ক্যারিবিয়ান কিংবদন্তি এভারটন উইকস

ওয়েস্ট ইন্ডিজ কিংবদন্তি স্যার এভারটন উইকস গত বছরের জুনে হার্ট অ্যাটাক করেন। সেই থেকেই অসুস্থ ছিলেন। শেষ পর্যন্ত বুধবার মৃত্যুর কাছে হার মানলেন তিনি। বারবাডোজে নিজ বাড়িতে মারা গেছেন ৯৫ বছর বয়সী সাবেক এই ক্যারিবিয়ান ব্যাটসম্যান। খবরটি নিশ্চিত করেছে ক্রিকেট ওয়েস্ট ইন্ডিজ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে।

উইকস ছিলেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিখ্যাত ‘থ্রি ডব্লিউ’ এর শেষ জীবিত সদস্য। অন্য দু’জন স্যার ক্লাইড ওয়ালকট ও স্যার ফ্রাঙ্ক ওরেল। তারাও না ফেরার দেশে পাড়ি জমিয়েছেন অনেক আগেই। ১৯৪৮ সালের শুরুর দিকে তিন সপ্তাহের মধ্যে টেস্ট অভিষেক হয়েছিল এ তিনজনের।

তিনজনের মধ্যে সেরা ব্যাটসম্যান ছিলেন উইকস। ১৯৪৮ সালের মার্চ থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত তিনি সেঞ্চুরি করেছিলেন টানা পাঁচ টেস্ট ইনিংসে, যা এখনও বিশ্ব রেকর্ড হিসেবে টিকে আছে। এছাড়া ষষ্ঠ ইনিংসে আম্পায়ারের ভুলে ৯০ রানে রান আউট হয়েছিলেন তিনি।

টেস্টে উইকস এক হাজার রান ছুঁয়েছিলেন মাত্র ১২ ইনিংসে। এটিও হার্বার্ট সাটক্লিকের সঙ্গে যৌথভাবে বিশ্ব রেকর্ড। সব মিলিয়ে ৪৮ টেস্টে ৫৮.৬১ গড়ে রান করেছেন ৪ হাজার ৪৫৫। ১৯৯৫ সালে পান ‘নাইটহুড’ উপাধি।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন